

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49944 - সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফদিয়া এর পরিমাণ

প্রশ্ন

সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফদিয়া এর পরিমাণ কতটুকু?

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক :

যে ব্যক্তি রমজান মাস পলেনে কনিতু তিনি সিয়াম পালনে সক্ষম নয়- অতশিয় বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা এমন অসুস্থ হওয়ার কারণে যার আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না, তার উপর সিয়াম পালনফরজনয়। তিনি রযো ভুগ করবনে এবং প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/183-184)

“হে মুমনিগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যতোবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নরিদ্ষিট কয়কে দনি। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, কথিবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দনি সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বচ্ছেছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৩-১৮৪]

ইমাম বুখারী (৪৫০৫) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন: “এ আয়াতটি মানসুখ (রহতি) নয়, বরং আয়াতটি অতি বৃদ্ধ নর ও নারীর কষতেরে প্রযোজ্য- যারা রযো পালনে অক্ষম। তারা প্রতদিনেরে পরবিত্তে একজন মসিকীনকে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

খাওয়াবনে।”

ইবনে ক্বুদামাহ “আলমুগনী” গ্রন্থে (৪/৩৯৬) বলছেন:

“অতশিয় বৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য রোযা পালন যদি কঠিনি ও কষ্টসাধ্য হয় তবে তাঁরা রোযা পালন না করে প্রতদিনে পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। তাঁরা যদি মসিকীন খাওয়াতেও অক্ষম হন তবে তাদের উপর কোন কছিবর্তাবে না।

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] ( 2 البقرة: 286)

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যেরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ২৮৬]

আর যবে রোগীর আরোগ্য লাভেরে আশা করা যায় না, সবে রোযা ভুগু করবে এবং প্রতদিনে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবে। কারণ সবে রোগীও বৃদ্ধ লোকেরে পর্যায়ভুক্ত।” সংক্ষিপ্তসার সমাপ্ত।

“আলমাওসূআহ আলফকিবহয়িয়াহ” (৫/১১৭) তে বলা হয়েছে:

“হানাফী, শাফয়েী ও হাম্বলী মাজহাবেরে আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করছেন যবে, ফদিয়া তখনই আদায় করা যাবে, যখন কাযা আদায় করতবে পারার ব্যাপারে নরিশা দেখা দবিবে। এই নরিশা হতবে পারে বর্ধক্যেরে কারণে, যার ফলে ব্যক্তা রোযা রাখার সক্ষমতা রাখনে না। অথবা এমন কোন রোগেরে কারণে যবে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা দুর্হু। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন:

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] ( 2 البقرة: 184 )

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৪] এর অর্থ হচ্ছবে- যাদের জন্য সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য।” সমাপ্ত।

আর শাইখ ইবনে উছাইমীন “ফাতাওয়াস্ সিয়াম” গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) বলছেন : “আমাদের জানা উচতি যবে রোগী দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এমন রোগী যার রোগমুক্তরি আশা করা যায়। যমেন-সাময়কি রোগ যা থেকে আরোগ্য লাভেরে আশা করা যায়। এ শ্রগীর রোগীর হুকুম হল যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন :

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

“তবে তোমাদের মধ্যে যবে অসুস্থ হব, কথিবা সফরে থাকব, তাহলে অন্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।” [সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৪]

এ শ্রণীর রোগী সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। এরপর রযো পালন করবে। যদি এমন হয় যবে তার রোগ থেকেই যায় এবং সুস্থ না হয়ে সে মারা যায়, তবে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তার উপর অন্য দিনগুলোতে রযোর কাযা আদায় করা ফরজ করছেলিনে। কনিতু সে সুযোগ পাওয়ার আগই সে মারা গছে। এক্ষত্রে সে ঐ ব্যক্তরি ন্যায় যবে ব্যক্তরি রমজান আসার আগই শাবান মাসে মারা গলে, তার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার :

এমন রোগী যার রোগ স্থায়ী। যমেন-ক্যান্সারের রোগ (আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), কডিনি রোগ, ডায়াবটেকিস বা এ ধরণের স্থায়ী রোগ যা থেকে রোগীর আরোগ্য লাভ আশা করা যায় না। এ শ্রণীর রোগী রমজান মাসে সয়াম পালন বর্জন করতে পারবে এবং প্রতিদিনের রযোর বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো তার উপর আবশ্যিক হবে। ঠকি যমেন অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা সয়াম পালনে সক্ষম নয় তারা করে থাকেন- রযো না রেখে প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীন খাওয়ান। এর সপক্ষে কুরআনের দলীল হছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ)

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য যদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪] উদ্ধৃতির সমাপ্তি

দুই :

ইত্ব আম বা খাওয়ানোর পদ্ধতি হল প্রত্যকে মসিকীনকে অর্ধকে স্বা (প্রায় ১.৫ কলিগ্রাম) খাবার যমেন-চাল বা অন্যকছু প্রদান করা। অথবা খাবার বানিয়ে মসিকীনদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো।

ইমাম বুখারী বলছেন :

“আর যবে বয়বে বৃদ্ধ ব্যক্তরি রযো পালনে সক্ষম নন তিনি মসিকীন খাওয়ানেন। যমেন আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর একবছর ক দুইবছর প্রতিদিনের পরবর্ততে একজন মসিকীনকে রুটি ও গশেত খাইয়েছেন; নজি সে সয়াম পালন করনেন।” উদ্ধৃতি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সমাপ্ত।

শাইখ ইবনে বাযকে একজন অতশিয় বৃদ্ধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল (যনি রোযা পালনে সক্ষম নন) তিনি কী করবেন?

তিনি উত্তরে বলেন:

“তাকে প্রতিদিনে বদলে একজন মসিকীনকে অর্ধ স্বা স্থানীয় খাবারখাওয়াতে হবে। যমেন-খজের, চাল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য। ওজন হিসেবে এর পরিমাণ হল প্রায়দেড় (১.৫) কিলোগ্রাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একদল সাহাবী এই মরমফেতওয়া দিয়েছেন, যাঁদের মাঝে ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও আছেন। আর যদি তিনি হিতদরদ্রহন অর্থাৎ মসিকীন খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবতোর উপর অন্যকিছু বর্তাবনো। উল্লেখিত এই কাফফারা একজন মসিকীনকেও দেওয়া যতে পারে, একাধিক মসিকীনকেও দেওয়া যতে পারে। মাসের শুরুর তেও দেওয়া যতে পারে, মাঝখানেও দেওয়া যতে পারে, শেষেও দেওয়া যতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।” সমাপ্ত

[মাজমু'ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযের ফতওয়া সংকলন), পৃষ্ঠা-১৫/২০৩]

শাইখ ইবনে উছাইমীন ফাতাওয়াস্ সিয়াম (পৃঃ-১১১) এ বলেছেন : “তাই স্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মধ্যে যারা রোযা পালনে অক্ষম তাদের উপর প্রতিদিনে রোযার পরিবর্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি। সটো খাদ্য দান করার মাধ্যমে হোক অথবা রমজান মাসের দিনে সমান সংখ্যক মসিকীনকে দাওয়াত করখোওয়ানোর মাধ্যমে হোক। ঠিক যমেনটা আনাস বনি মালকে (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর করতেন। তিনি ৩০ জন মসিকীনকে একত্রে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। এতে তার একমাসের রোযার কাফফারা হয়ে যতে। ”

ফতওয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিকি (১১/১৬৪) একবার জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল রমজানের রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানোর ব্যাপারে। যমেন-বার্ধক্যের কারণে অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং সুস্থতার আশা নই এমন রোগী।

তারা উত্তরে বলেন :

“বার্ধক্যের কারণে যে ব্যক্তি রমজানের রোযা পালনে অক্ষম যমেন-অশীতপির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অথবা রোযা পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য তার জন্য রোযানা-রাখার ব্যাপারে ছাড় (রোখসত) আছে। তার জন্য প্রতিদিনে পরিবর্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি। খাদ্যের পরিমাণ হবে- অর্ধ স্বা গম, খজের, চাল বা এ জাতীয় অন্য কোন খাবার। যে খাবার তিনি নিজি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পরবিারক খাদ্য হিসেবে খাইয়ে থাকেন। একই বধিান প্রযোজ্য এমন অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষত্রেও, যনি রিযো পালনে অক্ষম বা রযো পালন করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তার রোগমুক্তির কোন আশা নই।”এর দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ] ( 2 البقرة : 286 )

“আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬]এবং আরও এসছে :

[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] ( 22 الحج : 78 )

“আর তনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদরে উপরকোন কাঠনিষ রাখেনি।”[সূরা হাজ্জ, ২২: ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] ( 2 البقرة : 184 )

“আর যাদরে জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদরে কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।